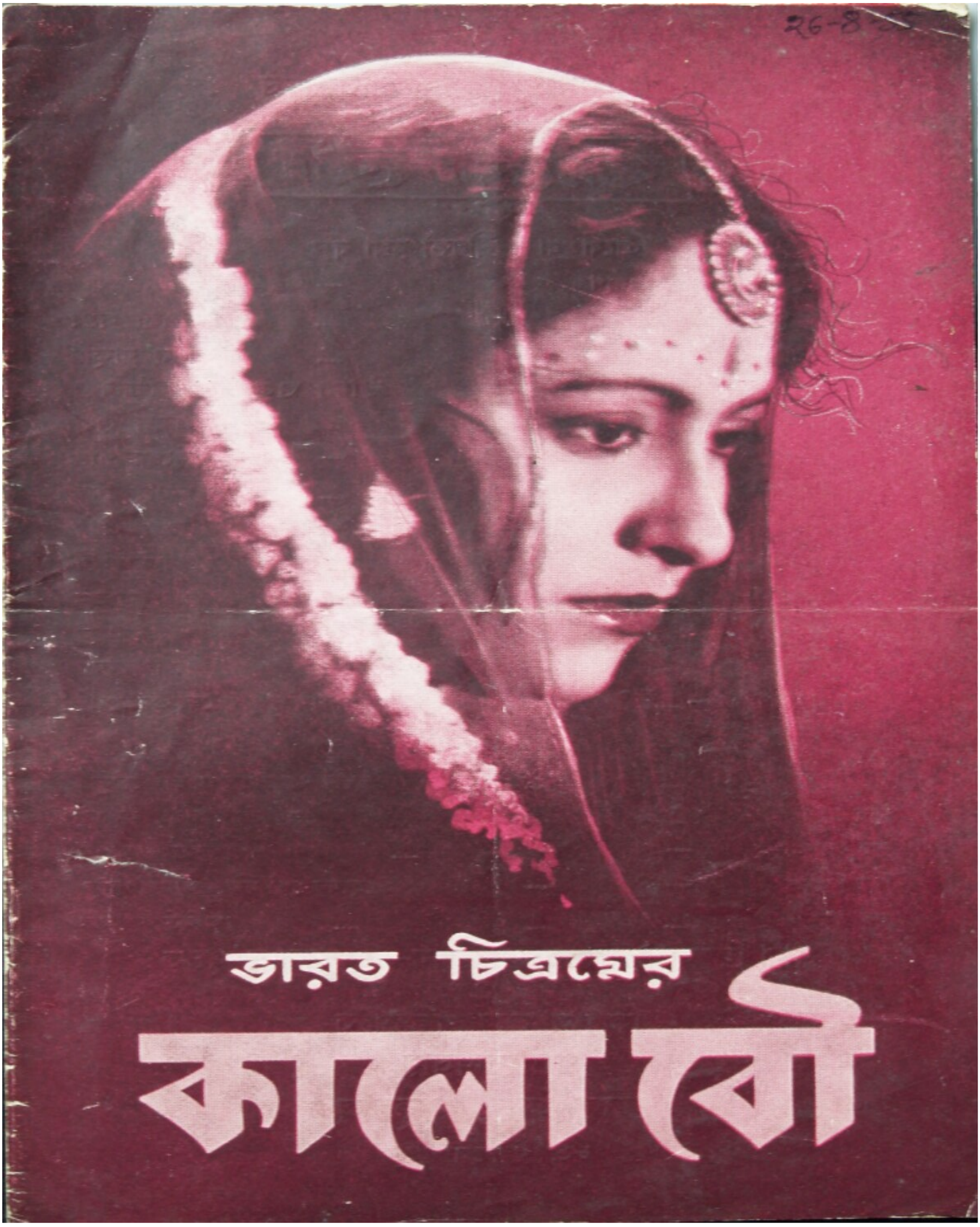

ভারত চিত্রমের

কালো বৌ

ভারত চিত্রমের প্রথম নিবেদন

কালো বৌ

প্রযোজনা : শ্রীমতী রমা বসু

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ	সুনীল বসু
পরিচালনা	শিল্পী সঙ্ঘ
সুর শিল্পী	অনিল বাক্‌চি
গীত রচনা	শ্যামল গুপ্ত, কেষ্ট চক্রবর্ত্তী
চিত্র গ্রহণ	অনিল গুপ্ত
শব্দ ধারণ	নৃপেন পাল
শিল্প নির্দ্দেশ	সুনীতি মিত্র
সম্পাদনা	সুবোধ রায়
ব্যবস্থাপনা	সুনীল দে
স্থির চিত্রগ্রহণ	ভারতী চিত্রম্
রূপায়ণ	গোষ্ঠ দাস
সাজ-সজ্জা	সরোজ মুন্সী
বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ	গোপাল কুণ্ডু ও জে, এন, ঘোষ

সহকারিগণ

পরিচালনা	রবীন বসু, সন্তোষ রায় চৌধুরী
চিত্র গ্রহণ	জ্যোতিশ্ময় লাহা, কৃষ্ণধর
শব্দ ধারণ	শশাঙ্ক বসু, বলরাম
শিল্প নির্দ্দেশ	হেমেন ভৌমিক, অনিল পাইন
সম্পাদনা	অনিত মুখার্জ্জী

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর—সি—এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

ফিল্ম সার্ভিসে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনায়

ভবতারিনী পিক্‌চার্স

৮৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্

* ভূমিকায় *

সন্ধ্যারাণী,
শোভা সেন,
রেণুকা রায়,
পদ্মা দেবী,
তপতী ঘোষ,
রেবা বসু,
রাজলক্ষ্মী,
তারা ভাদুড়ী,
শান্তা দেবী,
রেবা দাসগুপ্তা, নমিতা দত্ত।

★ ★
★

ছবি বিশ্বাস,
জহর গাঙ্গুলী,
পাহাড়ী সান্ন্যাল,
বিকাশ রায়,
সুখেন,
সৌরেন ঘোষ,
নরেশ বসু,
কেষ্ট দাস,
সলিল দত্ত,
ছবি ঘোষাল,
ছবি রায়,
ও মধু ঘোষাল।

★
★ ★

কালো-বৌ

(গল্পাংশ)

মধ্যবিত্ত সুরেশচন্দ্র ধনী হরেন্দ্রর জোষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভরের সঙ্গে তাঁর মাতৃহারা কন্যা কাজলের বিয়ে দেন। বসতবাটীখানি বন্ধক রাখেন দশ হাজার টাকার জন্য। কাজলের বিয়ের জন্যই কি একাজ তাঁকে কোরতে হয়? কাজল কি চেয়েছিল এমনি করে তার বিয়ে হোক! কিন্তু সুরেশচন্দ্র পিতার কর্ত্তব্য পালন কোরেছেন। কর্তব্য কি শুধু কাজলের পিতারই ছিল? তার স্বামী বিশ্বম্ভরের?

ঝর্ণা কে? "বিয়ে কোরতে হলে এমনি মেয়েকেই কোরতে হয়"—একথা বিশ্বম্ভর কেন বলে? বিশ্বম্ভরের বিমাতা সুরধনী এবং পিসি ছন্দা কেন চেয়েছিল ঝর্ণার সাথে বিশ্বম্ভরের বিয়ে দিতে? সুরধনীর কন্যা সুনন্দার বিয়ের সুবিধার জন্য কি? ঝর্ণার বাবা মিঃ রায় সুনন্দার বিয়েতে বাদ সেধেছিলেন কি?

কাজলের কি অপরাধ? সকলের গঞ্জনা সইতে হয় কেন তাকে? শ্বশুর হরেন্দ্র, পাগলাটে দেওর অজু ও চাকর কালীপদ এদের স্নেহ কি কাজল পায়নি? অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে কাজল কি তার বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল? অসুস্থ অবস্থায় বিশ্বম্ভর কি কাজলের সেবা যত্ন পায়নি? অজু কেন অবজ্ঞাত হয়? সে কেন ঘর ছাড়া হল?

সন্তানসম্ভবা কাজল মৃত্যু শয্যায় কেন? কোথায়? সেকি ফিরে পেয়ে ছিলো তার স্বামী বিশ্বম্ভরকে?

অজুর অদৃষ্টে কি ঘট্‌লো! বিশ্বম্ভর ও ঝর্ণা কি অনুতাপে দগ্ধ হয়নি?

এ সমস্ত জিজ্ঞাসার মীমাংসা হবে রূপালী পর্দ্দায়।

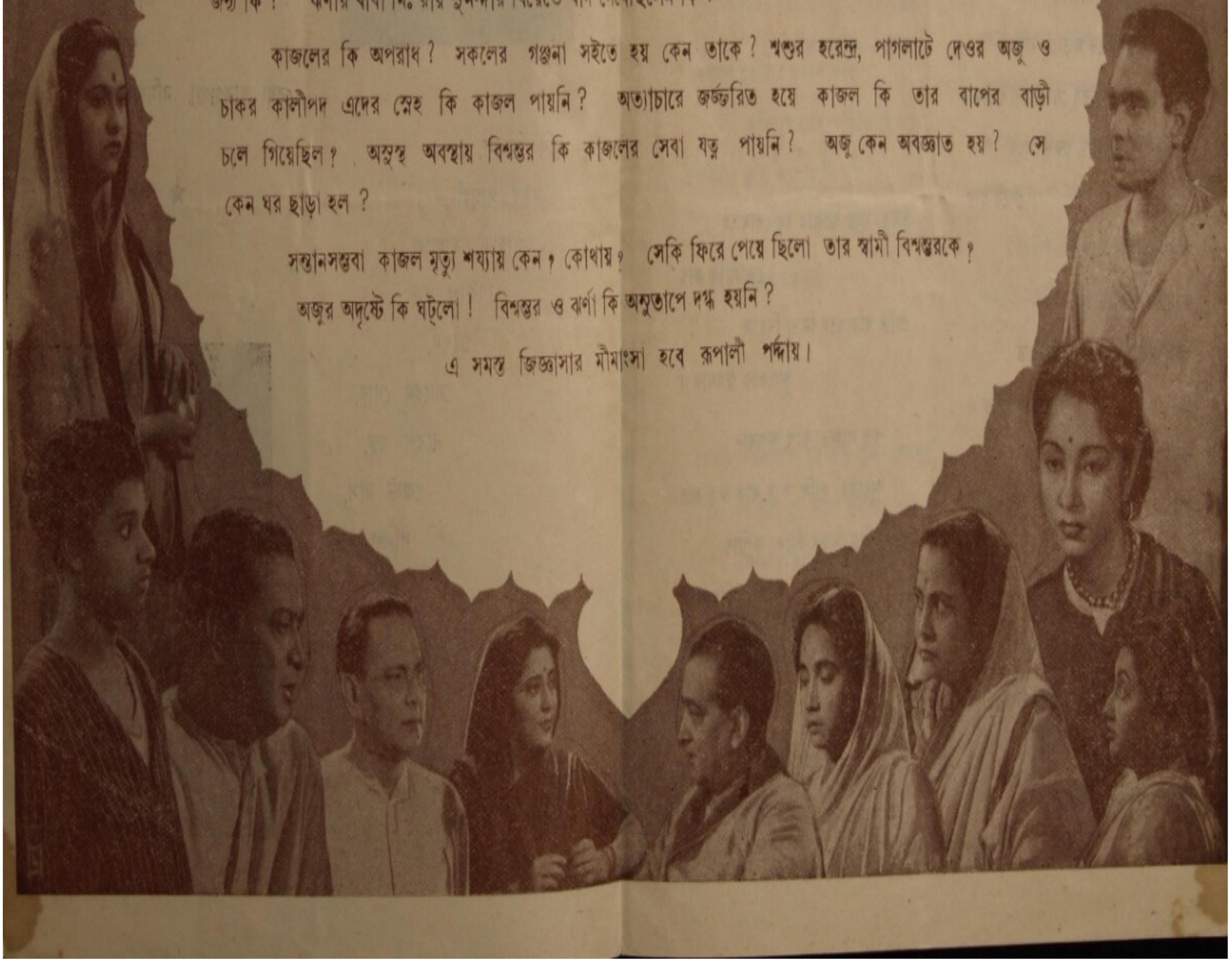

গান

(১)

বারি ঝরা এই রাতে সে যায়
আমারে ডাকি
ব্যাথার সজল মেঘে মনের আকাশ
ঢাকি ॥

এ জীবণে তারে চেয়ে
ফুলের মালা না পেয়ে
ভুলের মায়াতে আমি
নিজেরে জড়ায়ে রাখি ॥

অবুঝ হৃদয় বলে, তবু সে জেনো তোমার
নিয়তির অভিশাপে, কেন মেনে
নেবে হার

কত সাধ কত আশা
আমাতে বেঁধেছে বাসা
এখনো সবি যে তারি, মিটাতে
রয়েছে বাকি ॥

কথা ঃ—শ্যামল গুপ্ত।

(২)

দখিনা বাতাস কোন মায়াতে
এলো যে স্বপন বন ছায়াতে
চুপি চুপি কার লাগি এ হৃদয় অনুরাগি
ফাগুনের রঙ্গে আজ রাঙ্গলো
তনুমনে শিহরন লাগলো ॥

তবে কি সুদূর কাছে আসবে
মিলন চাঁদের তিথি হাসবে
ভ্রমর কি বলে যায় তাই শুনে নিরালায়
মুকুলের ঘুম বুঝি ভাঙ্গলো ॥
কুহুর গীতালি তাই শুনছি
ভাবনা রঙ্গীন জাল বুনছি
মরমের এ বীণায় তার সুর বেজে যায়
কী মধুর আশা তাই জাগলো ।

কথা ঃ—শ্যামল গুপ্ত।

(৩)

মমতা মধুর বাংলার বধু তোমারে
ভোলাকি যায়
প্রতি ঘরে ঘরে নিত্য বিরাজ
অলকার সুষমায় ॥

শত লাঞ্ছনা দুঃখ অপমান
অধরের হাসি করে নাত কভু ম্লাণ
করুণা স্নিগ্ধ অন্তর কাঁদে কল্যাণ
কামনায়।
তোমার পরশে আঙ্গিনায় নিতি সন্ধ্যা
প্রদীপ জ্বলে,
আপনারে তুমি বিলাইয়া দাও
পূণ্য তুলসী তলে

কাজল তোমার দুনয়ন ভরে
অবিরাম স্নেহ পড়িছে যে ঝরে
জননীর রূপে আপনি বিকশি
প্রকাশিছ আপনায়

কথা :—কেষ্ট চক্রবর্ত্তী

(ওমা) কালোবরণ কোথায় তুমি পেলে
যে বলে সে বলুক কালো
তোমার কালো আমার ভালো
ঐ কালোরূপ যে মনমোহিনী
আলো করা ভুমণ্ডলে ॥

★ ★
★

একে কালো জানি কোকিল
আর ভ্রমরার কালো বরণ
কালিন্দীর জল কালো মা
কালো ত ঐ তমাল বন,
সেই কালোর মাঝে আলো করা মা
তোমায় পূজব জবা বিল্বদলে ॥

কথা :—শ্যামল গুপ্ত ।

26-8-55

ভারত চিত্রমের দ্বিতীয় নিবেদন

শ্রেষ্ঠ তারকা সমন্বয়ে

"ডোমনীতলার মেয়ে"

পরিচালনা—**শিল্পীসঙ্ঘ**

• • •

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পিকচার্সের নিবেদন

ধর্ম্মমূলক চিত্র

"দর্পহারী নারায়ণ"

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩